বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 12, Issue 03, 2021

বিএলআরআই এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

গত ১৫/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালনের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী বেদিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

পুষ্পস্তবক অর্পণের পর মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক। ১৫ আগস্টের কালো রাতে একদল বিপথগামী ষড়যন্ত্রকারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে। একই সাথে সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। জাতীয় শোক দিবসের সাথে সাথে আমরা পুরো আগস্ট মাসকেই পালন করেছি শোকের মাস হিসেবে।

এসময় তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে আমাদের ধারণ করতে হবে। তাহলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখতে হবে আমাদেরকেই। দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে বিএলআরআই কেন্দ্রীয় মসজিদে কুরআনখানি ও বাদ জোহর জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিএলআরআই-এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, জাতির পিতা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ নিজ নিজ কর্মসূচি পালন করে।

করোনা পরিস্থিতিতে বিএলআরআই-এর চলমান দৈনন্দিন কার্যক্রম

করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর চলমান দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইনস্টিটিউটের পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের সাথে একটি ভার্চুয়াল সভা গত ০৪/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। এসময় সচিব মহোদয় করোনা পরিস্থিতিতে সকলকে সতর্ক থেকে প্রত্যেকের উপর অর্পিত কর্ম-দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও সংযুক্ত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, ইনস্টিটিউটের সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ও শাখাপ্রধানগণ।

জাতীয় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে জরুরি সভা

গত ১১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বেলা ০২.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আসন্ন ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ও শাখাপ্রধানগণ।

বিএলআরআই-এর পূর্ণ মহাপরিচালক

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পূর্ণ মহাপরিচালক (গ্রেড-২) পদে নিয়োগ পেয়েছেন বিএলআরআই-এর বর্তমান মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. মোঃ আবদুল জলিল। বিগত ১৭/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী তিনি এই পদে নিয়োগ পান। ইতোপূর্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী তিনি গত ০৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব এবং ১৫/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব লাভ করেন। বিএলআরআই অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এসময় উপস্থিত বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ বলেন, তাঁর এই সাফল্যে বিএলআরআই-এর সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। বিএলআরআই-এর সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানানো হয়। একই সাথে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং তাঁর ও পরিবারের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্র্যান্ড (বিবি) বিফ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রকল্প

গত ২৫/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে "বাংলাদেশ ব্র্যান্ড (বিবি) বিফ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ের উপর একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। উক্ত সভায় আরও অংশগ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতীয় শোক দিবস এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে গত ২৬/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি। সভায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উক্ত আয়োজনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান পরিদর্শন

গত ২৭/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান পরিদর্শন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান-এ চলমান বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও গবেষণা খামারসমূহ ঘুরে দেখেন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা ও খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্রে পৌঁছালে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পূর্ণ মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয়। পরিদর্শনকালে মহাপরিচালকের সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোঃ লুৎফুল হক।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন

গত ০৬/০৯/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করেন অত্র ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল জলিল। তিনি এসময়ে আঞ্চলিক কেন্দ্রের নির্মিত গবেষণা স্থাপনাসহ অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং কেন্দ্রে চলমান গবেষণা কার্যক্রম, অফিস ও গবেষণা খামার ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এর আগে আঞ্চলিক কেন্দ্রে পৌঁছালে কেন্দ্রের পক্ষ হতে মহাপরিচালক মহোদয়কে আন্তরিক ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পূর্ণ মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয়। মহাপরিচালক মহোদয়ের সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, সদ্য

অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সাবেক বিভাগীয় প্রধান, সিস্টেম রিসার্চ বিভাগ, ড. মো. এরসাদুজ্জামান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিএলআরআই-এ প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

গত ২৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে আসেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার্স বেসিক কোর্স (আরভিএ ফসি)-১৬-এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় তারা বিএলআরআই-এর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন খামার পরিদর্শন করেন এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানীগণের সাথে মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিদর্শন শেষে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তার হাতে একটি সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এসময় উভয় পক্ষই পারস্পরিক পেশাগত সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও ভবিষ্যতে আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনলাইনে কোরবাণীর গরু বিক্রয়

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সাভার, ঢাকা-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন "Development of Model village through BLRI Technologies at Dhamrai areas" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ধামরাই উপজেলার শরীফবাগ গ্রামে প্রাণিসম্পদ পালন সম্পর্কিত বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্মতভাবে গবাদি প্রাণী লালন-পালন করা হচ্ছে। উল্লেখ্যযোগ্য খাদ্য প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে মেইজ স্টোভার ভিত্তিক টিএমআর এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের নেপিয়ার ঘাস, খড় এবং দানাদার খাদ্য হিসেবে ভূট্টা ভাঙ্গা, বিভিন্ন ধরনের ভূষি, সয়াবিন মিল এর মিশ্রণ খামারীগণ নিজেরা তৈরী করে প্রাণীগুলোকে সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া প্রাণীগুলোকে বিএলআরআই এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কৃমিনাশক এবং টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

করোনার এ সংকটকালীন মূহুর্তে বিএলআরআই এবং স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিস এর উদ্যোগ ও সহযোগিতায় উক্ত গ্রাম হতে আনুমানিক ১৫৬টি কোরবানীর গরু খামারীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অনলাইনে বিক্রয় করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিএলআরআই এর পরামর্শ মতে বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে গরু হৃষ্টপুষ্ট করা হয়। নিয়মিত কৃমিনাশক ও ভ্যাকসিন প্রদান করে সুস্থসবল ও রোগমুক্ত প্রাণী উৎপাদন করা হয়। সঠিক খাদ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ করা হয়।

বিএলআরআইতে মশক নিধন কার্যক্রম শুরু

দেশব্যাপী ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ শুরু হয়েছে মশক নিধন কার্যক্রম। গত ১৯/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল এই কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, দেশব্যাপী ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই সময়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমাদের নিজেদেরও খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের বসত বাড়ি ও অফিসের আশেপাশে পানি জমে মশার জন্ম না হয়। একই সাথে আমাদের উচিৎ ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

বিএলআরআই-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর, পরিদর্শন

গত ৩১/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর, পরিদর্শন করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ডিএলও) ও মুরগি প্রজনন খামারের উপ-পরিচালক এবং ঝিকরগাছা উপজেলার ইউএলও মহোদয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রে পৌঁছালে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাদের শুভেচ্ছা জানান ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও সাইট ইনচার্জ জনাব ড. মোঃ মাসুদ রানা। এসময় তারা আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর, এ চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএলআরআই এ মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশে দিন দিন কমে যাচ্ছে মহিষের উৎপাদন। ক্রমবর্ধমান দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে মহিষ হতে পারে অন্যতম সম্ভবনাময় একটি উৎস। মহিষ সংরক্ষণ ও এর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে মহিষের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব।

বিভিন্ন ফডার প্রজাতির উপর বিএলআরআই-এর গবেষণা

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত নিরাপদ ও পর্যাপ্ত প্রাণিখাদ্য নিশ্চিত করা। গবাদি প্রাণীর খাদ্য সংকট নিরসনে নিয়মিত গোখাদ্যের উপর গবেষণা করে চলেছে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)। বিভিন্ন ফডার প্রজাতির উপর বিএলআরআই-এর গবেষণা চলমান রয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে একটি ফডার ব্যাংক। যেখানে দেশি বিদেশি ও বিএলআরআই উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ঘাসের ৫৪ টি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি)

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের ভবিষ্যৎ এবারের কোরবানিতে অনলাইন ও অফলাইন হাটগুলোতে রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আর-সিসি)-এর উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ২০০১ সাল থেকে দেশীয় এই সম্ভাবনাময় জাতটির জাত সংরক্ষণ ও কৌলিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে হরিণ নিয়ে গবেষণা: সমস্যা ও সম্ভাবনা

ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, মোঃ শামীম হাসান

ভূমিকাঃ

হরিণ এক ধরনের বন্য প্রকৃতির প্রাণী যা সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। সাধারনত দুই ধরনের হরিণ বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে বা প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের একটি হলো চিত্রা হরিণ, যা চিত্রল হরিণ, চিত্র মৃগ, চিতল নামে পরিচিত। একসময় বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চলে চিত্রাহরিণ দেখা যেত। তবে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক জলাভূমির গহিন অরণ্যে এরা বসবাস করতে পছন্দ করে আরও এক ধরনের হরিণ যা মায়ামৃগ, পুরুষ হরিণ বা কাকার নামেও পরিচিত, এর ইংরেজি নাম Barking Deer এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Muntiacus muntcjac*। মায়া হরিণ অনেক সময় কুকুরের মতো ডাকে বলে অনেকে এদেরকে কুকুর হরিণ বলে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবানে গবেষণা খামারে সর্বপ্রথম ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে দোছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান থেকে সংগ্রহ করা সাত দিন বয়স্ক একটি স্ত্রী মায়া হরিণ শাবক দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে হরিণ সংখ্যা বাড়তে থাকে বর্তমানে পুরুষ হরিণ ১০ টি, স্ত্রী হরিণ ১২ টি এবং বাড়ন্ত হরিণ ৪ টি রয়েছে।

বাংলাদেশে বন্য প্রাণি পালন আইন ও বিধিমালাঃ

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ছাড়া বন্যপ্রাণী সংগ্রহ, লালন-পালন বা ট্রফি থাকলে তা অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের ধারা ৬, ২৪ ও ২৮ মোতাবেক লাইসেন্স বা ক্ষেত্র খাতে পারমিট গ্রহণ ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন বন্যপ্রাণী শিকার বা সংগ্রহ ও আমদানি করতে পারবেন না। ধারা ৩৪, ৩৯, ও ৪০ মোতাবেক উক্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য বিধান রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোন বন্যপ্রাণী বা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিষয়ে গবেষণা করতে হলে প্রধান ওয়ার্ডেন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ অনুসারে হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা ২০১৭ অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

১.নিজস্ব মালিকানা, ভাড়া বা সরকারের থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারামূল্যে প্রাপ্ত ভূমির দখল থাকতে হবে;

২. শৌখিন লালন-পালনকারী এবং খামারী উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক হরিণের বিশ্রামের জন্য নূন্যতম সেডের পরিমাপ হবে ১০০ বর্গফুট এবং উচ্চতা নূন্যতম ১০ ফুট;

৩. সেডের মধ্যে দানাদার খাবার, খনিজ লবণ ও সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং পর্যাপ্ত সুপেয় পানি ও সুষম খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

৪. উপরি-বর্ণিত সেডের আয়তন ছাড়াও প্রত্যেক হরিণের বিচরণ ক্ষেত্রের পরিমাপ হবে নূন্যতম ৫০০ বর্গফুট পরিমাণ উন্মুক্ত ভূমি;

৫. সেড এবং বিচরণ ক্ষেত্রের চারিদিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বেষ্টনীর বলয় (উচ্চতা নূন্যতম ১০ ফুট) থাকতে হবে; এবং

৬. হরিণ লালন-পালনের স্থান বা খামার যে সব প্রাকৃতিক বনে হরিণ পাওয়া যায় সেই সীমানা থেকে নূন্যতম ৩০ (ত্রিশ) কিলোমিটার দূরে স্থাপন করতে হবে।

উল্লেখ্য, "হরিণ" অর্থ আইনের তফসিল-২ তে উল্লিখিত স্তন্যপায়ী (Mammals) শ্রেণিতে বর্ণিত চিত্রা হরিণ (Spotted Deer)। মায়া হরিণ পালন সম্পর্কিত আইন এখনও প্রবর্তন হয়নি।

হরিণের জাত, বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্তিস্থানঃ

মায়া হরিণ ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল থেকে দক্ষিণ চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, মালায়শিয়া, ইন্দোনে-

শিয়ার (সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও) এর বনেজঙ্গলে দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রধানত সুন্দরবনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চাঁন্দপাই ও নিলাম এর প্রসারিত বনাঞ্চল) এবং দেশের পার্বত্য জেলায় বিশেষ করে বান্দরবানের গহীন অরণ্যে দেখতে পাওয়া যায়। মায়া হরিণ সাধারণত লালচে বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে তবে এদের পিঠ ও লেজের উপরের অংশ চকচকে লালচে বাদামি বর্ণের হয়। এদের পেট ও পায়ের ভেতরের অংশ তুলনামূলক কম বাদামি বর্ণযুক্ত। এদের লেজ ছোট ও তীক্ষ্ণ এবং মুখ বড় ও কালো। নবজাতক হরিণ শাবকের গায়ে খুব ছোট সাদা ফোটা থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী হরিণের গায়ের রঙের তেমন কোনো পার্থক্য নেই পুরুষ মায়া হরিণের ১০ সেন্টিমিটার লম্বা অ্যান্টলার (শিং) থাকে যা চোখের উপর থেকে লম্বা চুল দ্বারা আবৃত পেডিকেল নামে পরিচিত। স্ত্রী মায়া হরিণের কোনো অ্যান্টলার থাকে না কিন্তু টাফ অথবা ফার নামক হাড়ের তৈরি নখ থাকে। পুরুষ হরিণের উপরের দাতের পাটিতে ২-৪ সেন্টিমিটার হালকা বাকানো ক্যানাইন দাঁত থাকে। মায়া হরিণের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চোখের সামনে এক ধরনের সেন্ট গান্ড আছে। তবে পুরুষ হরিণের সেন্ট গ্লান্ডটি আকারে বড়। মায়া হরিণের জিহ্বাটা একটু বড় যেটা দ্বারা তারা তাদের চোখ এবং সেন্ট গ্লান্ডকে চাটতে সক্ষম। এই সেন্ট গ্লান্ড ঘর্ষণের ফলে নিসৃত সেন্ট দ্বারা নিজের এলাকাকে পুরুষ মায়া হরিণ চিহ্নিত করে এবং অন্য পুরুষকে নিজের এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে।

মায়া হরিণ অন্যান্য হরিণের চেয়ে আকারে ছোট হলেও দেহের গড়ন অত্যন্ত দৃঢ়। এরা সাধারণত নিরীহ এবং অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে, এবং নির্জনে থাকতে পছন্দ করে। মানুষ কিংবা শিকারির উপস্থিতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে এবং দৌড়ে বেশ পারদর্শী হওয়ায় নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারে। এরা সাধারণত একাকী ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করে, মাঝে মাঝে দু'তিনটি মায়া হরিণের দলও দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক মায়া হরিণকে তার বাচ্চার সাথে মাঝে মাঝে এক বছর বয়সী কন্যার সাথে দেখা যায়। কিন্তু কখনই পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হরিণের সাথে থাকে না। পুরুষ হরিণ কিছুদিন ঋতুবতী স্ত্রী মায়া হরিণের সাথে প্রজননের সময় পর্যাপ্ত থাকে এবং এক বছর বয়সী পুত্রের সাথে অবস্থান করে। পুরুষ হরিণ খুবই আক্রমণাত্মক প্রকৃতির এবং প্রায় সময়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। মায়া হরিণ সাধারণত বিপদে পড়লে ডেকে ওঠে, এছাড়াও একে অপরের সাথে যোগাযোগ এবং প্রজননের জন্য ডাকে। মাঝে মাঝে তারা এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ডেকে থাকে। মায়া হরিণ সাধারণত গভীর অরণ্যে বসবাস করতে পছন্দ করে।

হরিণের খাদ্য ও ব্যবস্থাপনাঃ

মায়া হরিণ তৃণভোজী প্রাণী, তারা পাতা ও ফল, কচি গজানো লতা গুল্ম, বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি, ঘাস এবং কলাগাছ খেতে পছন্দ করে। গবেষণায় দেখা গেছে তারা কম আঁশ যুক্ত শর্করা ও আমিষ জাতীয় খাদ্য খেতে পছন্দ করে। বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান এর গবেষণা খামারে পালনকৃত মায়া হরিণকে শাক-সবজি, কলাগাছ, কলমি শাক, মিষ্টি কুমড়া, কাঠাল, ঢেঁড়স, কাউপি খাওয়ানো হয়। পাশাপাশি গমের ভূষি,খেসারি ভূষি, ভুট্টা ভাঙা, সয়াবিন মিল, ডিসিপি, লবণ, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স সমন্বয় তৈরি এক কেজি দানাদার খাবার সরবরাহ করা হয়।

হরিণের ঘরের ধরন ও আকারঃ

হরিণের বিশ্রামের জন্য শেডের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শেডের নূন্যতম আয়তন হতে হবে ১০০ বর্গফুট এবং উচ্চতা হবে ১০ ফুট। হরিণের ঘরে দানাদার খাবার, খনিজ লবণ এবং সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য আলাদা আলাদা পাত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়াও হরিণের বিচরণ ভূমির জন্য ৫০০ বর্গফুট উন্মুক্ত জায়গা রাখতে হবে। সেড এবং বিচরণ ক্ষেত্রের চারিদিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বেষ্টনীর বলয় (উচ্চতা নূন্যতম ১০ ফুট) থাকতে হবে।

হরিণের উৎপাদন দক্ষতাঃ

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে হরিণ নিয়ে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায়।

নিয়ামকসমূহ	মায়া হরিণ
পূর্ণবয়স্ক পুরুষহরিণের ওজন	১৮-২২ কেজি
পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হরিণের ওজন	১৬-১৮ কেজি
যৌণপ্রাপ্তির বয়স	২৪ মাস
যৌণপ্রাপ্তির সময় ওজন	১৩-১৫ কেজি
গর্ভধারণের হার (%)	১০০
গর্ভধারণ কাল (দিন)	২০০-২১০ দিন
প্রতি প্রসবে বাচ্চার সংখ্যা	১ টি
জন্মের সময় বাচ্চার ওজন	২.৫০-৩ কেজি
বাচ্চা প্রসবের কতদিন পর গরম হয়	১৮-২১ দিন
বাচ্চা প্রসবের কতদিন পর পুণরায় বাচ্চা দেয়	১২ মাস

হরিণের রোগ বালাই ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাঃ

হরিণের সেরকম কোনো রোগ বালাই দেখতে পাওয়া যায় না। এজন্য এদের পালন করা সহজ। শুধুমাত্র হরিণের হার্টঅ্যাটাকে এবং প্রজননের সময় পুরুষ হরিণের মধ্যে মারামারির কারণে মারা যাওয়ার প্রবণতা একটু বেশি।

খামারে হরিণ পালনে সম্ভাবনাঃ

আবদ্ধ অবস্থায় যে কোন বন্য প্রাণীর রোগ-বালাই এর হারের উপর নির্ভর করে এটি পালন যোগ্য কিনা।

১. রোগ বালাই কম: অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মায়া হরিণের রোগ বালাই কম এজন্য মায়া হরিণ পালন করা যেতে পারে।

২.অত্যন্ত উপাদেয় মাংস: কেউ শখের বসে পালনের জন্য বা মাংস খাওয়ার জন্য হরিণ ক্রয় করে থাকেন, এজন্য হরিণের মূল্য অনেক বেশী। সঠিকভাবে লালন-পালন করে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

৩. প্রতি বছর বাচ্চা দেয়: হরিণের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক অনেক ভালো। প্রতি বছর একটি করে বাচ্চা দেয়।

৪. সহজ খাদ্য ব্যবস্থাপনা: অন্যান্য গৃহপালিত পশু গরু, ছাগলের মত হরিণ ঘাস, লতাপাতা, শাকসবজি, দানাদার খাবার যেমন গমের ভূষি, ভুট্টা ভাঙা, সয়াবিন মিল, ডিসিপি, লবণ, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স খেয়ে থাকে। ফলে এদের লালন-পালন খুব সহজ।

৫.বাংলাদেশে হরিণ পালন নতুন সম্ভাবনা: অন্যান্য গবাদি প্রাণী পালনের মত হরিণের খামার তৈরী একটি নতুন সম্ভাবনা, অনেক বেকার নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি ক্ষেত্র। হরিণের শিং এবং চামড়া অনেক মূল্যবান সম্পদ, যার রয়েছে বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। অনেক শৌখিন মানুষের মনের খোরাক পূরণের অন্যতম অনুষঙ্গ।

খামারে হরিণ পালনে চ্যালেঞ্জসমূহঃ

মায়া হরিণ অনেকটা লাজুক প্রকৃতির এবং ভীতু। এরা এখনও বন্য প্রকৃতির, এজন্য এদের পোষ মানানো একটু জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। অন্যান্য হরিণ প্রজাতি যেমন চিত্রা হরিণ সহজে পোষ মানলেও মায়া হরিণ পোষ মানা থেকে এখনও অনেক দূরে। আবদ্ধ পরিবেশে এদের লালন-পালন করা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয়। ভয় পেলে এরা খুব লাফালাফি, চিৎকার করে এবং সামনের দিকে দৌড় দেয়, ফলে মারাত্মক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং মাঝে মাঝে হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু বরণ করে। মায়া হরিণ লালন-পালন করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া এদের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া এরা বন্য প্রাণী বনের পরিবেশে থাকতে এরা অভ্যস্ত এবং বনে এরা এদের পছন্দ অনুযায়ী খাবার খেয়ে থাকে। এজন্য এদের খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার দিকে নজর রাখতে হবে। অন্যথায়, অপুষ্টিতে মারা যেতে পারে। হরিণ খুব একটা সহজ প্রাপ্য না। কেউ খামার করতে চাইলে সহজে পাওয়া যায় না। সর্বোপরি বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ছাড়া কেউ মায়া হরিণ লালন-পালন, ক্রয় বিক্রয় করতে পারে না।

পরিবেশের উপর প্রভাবঃ

মায়া হরিণ প্রাকৃতিক পরিবেশে এক অনন্য সুন্দর সৃষ্টি। প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা থাকতে পছন্দ করে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। উল্লেখ্য যে এদের মল-মূত্র পরিবেশকে দূষিত করে না। উপরন্তু এগুলো মাটির সাথে জৈব সার হিসেবে মিশে মাটির উপাদানকে সমৃদ্ধ করে।

উপসংহারঃ

প্রাকৃতিক বিচরণস্থল হারিয়ে যাওয়া, মানুষ কর্তৃক অবাধ শিকার হওয়া, প্রাকৃতিক মিলনে বিভিন্ন ধরণের বাধাঁর কারণে আমাদের দেশের এই মূল্যবান সম্ভাবনাময় হরিণগুলো দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সরকার বিলুপ্তপ্রায় হরিণগুলোর সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিএলআরআই এদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উপদেষ্টা
ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম